সমকাল

তারিখ 09 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

২১ প্রকাশনীকে 'কৈফিয়ত' চেয়ে একাডেমির চিঠি

■ দীপন নন্দী

একুশ প্রকাশনা সংস্থার কাছে 'কৈফিয়ত' চেয়ে চিঠি দিয়েছে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি। চিঠিতে মেলার নীতিমালা ভঙ্গ করে স্টলের জন্য বণ্টন করা স্থান পরিবর্তনের অভিযোগের কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে প্রকাশনীগুলোকে। অভিযোগের সত্যতা মিললে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গতকাল সোমবার বইমেলা নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অভিযুক্ত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর কাছে 'কৈফিয়ত' চেয়ে চিঠি দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।

মহাপরিচালক বলেন, "মেলার নিয়মনীতি অমান্য করায় ২১টি প্রকাশনা সংস্থার কাছে কৈফিয়ত

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

২১ প্রকাশনীকে 'কৈফিয়ত'

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এদের বেশিরভাগের স্টলই মেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পেছনের অংশে ছিল। তারা আমাদের কাছে স্টলের মুখ পরিবর্তনের নাম করে স্থান পর্যন্ত পরিবর্তন করেছে। এদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব। প্রয়োজনে তাদের 'কালো তালিকাভুক্ত' করা হবে।" তবে একাডেমির মহাপরিচালক প্রকাশনা সংস্থাগুলোর নাম জানাননি।

শামসুজ্জামান খান বলেন, 'স্থান পরিবর্তন করা প্রকাশকরা এখন অভিযোগ করছেন, তাদের ওখানে পাঠকরা আসছে না। এর কারণ হিসেবে বলছেন, রমনা কালী মন্দিরের গেট বন্ধ থাকার কথা, যা নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ আছে।' নিয়ম অমান্য করে স্থান পরিবর্তন করে এখন তারা সুবিধা করতে পারছেন না বলে জানান তিনি। রোববার রমনা কালী মন্দিরের গেট খুলে দেওয়ার জন্য একাডেমির মহাপরিচালকের কাছে অনুরোধ করেছিলেন প্রকাশকরা।

একাডেমি ও প্রকাশনী সূত্রে অভিযুক্ত ২১টি প্রকাশনা-সংস্থার মধ্যে ১২টির নাম পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– অ্যাডর্ন, অন্বেষা প্রকাশন, তাম্রলিপি, বিজ্ঞান একাডেমি, সালাউদ্দিন বইঘর, পার্ল পাবলিকেশন্স, শোভা প্রকাশ, শিখা প্রকাশনী, কাকলী প্রকাশনী, সুবর্ণ, গল্পপদ্য ও শব্দশিল্প। তবে এসব প্রকাশনা সংস্থার মধ্যে ছয়টির স্বত্বাধিকারী চিঠি পাননি বলে জানান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই প্রকাশক চিঠি পাওয়ার বিষয়টি সমকালের কাছে স্বীকার করেছেন।

এ প্রসঙ্গে অ্যাডর্ন পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী সৈয়দ জাকির হোসাইন সমকালকে বলেন, 'আমাদের স্টল অনেক পেছনে ছিল ও স্টলের মুখ উল্টোদিকে ছিল, এ নিয়ে আমাদের মন খারাপ থাকলেও স্টলের স্থান পরিবর্তনের কথা ভাবিনি। পরে একাডেমি কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই আমরা স্টল সামনের দিকে এনেছি।' তবে কোনো প্রকার চিঠি পাওয়ার কথা অস্বীকার করেন তিনি।

অন্বেষা প্রকাশনের শাহাদাত হোসেন বলেন, 'অন্বেষা এমন কাণ্ড কোনোদিন করেনি। এবারও না। অনেকেই আমাদের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে অভিযোগ করছে।' তিনিও চিঠি পাওয়ার কথা অস্বীকার করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রকাশক বলেন, 'আমার স্টল অনেক পেছনে ছিল। সেখানে পাঠকরা আসতই না। সামনের দিকে স্থান ফাঁকা থাকায় আমরা সেখানে স্টল বসিয়েছি। তবে এখনও আমরা কোনো চিঠি পাইনি।'

দ্রুতই টাস্কফোর্সের অভিযান : নকল বইয়ের বিরুদ্ধে খুব শিগগিরই অভিযান পরিচালনা করবে মেলা পরিচালনা কমিটি। গতকাল সোমবার সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। তিনি বলেন, 'নকল বইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও কপিরাইট অফিস। তাদের প্রধানরা বর্তমানে কলকাতা বইমেলায় আছেন। তারা ফিরলেই অভিযান পরিচালনা করা হবে।'

সংবাদ সম্মেলনে মহাপরিচালক বলেন, 'এবার সর্ববৃহৎ পরিসরে বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি মনে করি, মেলা খুবই ভালো হচ্ছে। খানিকটা ধুলা উড়ছে, সে জন্য আমরা অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।'

প্রকাশকরা নিজেরাই মেলা করতে চান– এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, 'তারা মেলা করতে সক্ষম হলে আমাদের সাধুবাদ থাকবে। তবে আমার মনে হয় না প্রকাশকদের পক্ষে বইমেলার মতো এতবড় আয়োজন সম্ভব। অন্তত আগামী দুই-চার বছরের মধ্যে না।' তিনি জানান, মেলার প্রথম সপ্তাহে একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রি হয়েছে ১৭ লাখ ৪ হাজার ৭৭৬ টাকার। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।

সেরা লেখকদের 'সেরা দশ' : বাংলাদেশের জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের লেখা ছোটগল্পের সংকলন নিয়ে 'সেরা দশ' শিরোনামে ধারাবাহিক বই প্রকাশ করছে প্রকাশনা সংস্থা অন্যপ্রকাশ। এগারোজন সাহিত্যিকের বাছাই দশটি করে গল্প নিয়ে প্রকাশ হচ্ছে এ সিরিজের বই। প্রকাশনা সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম জানান, গতকাল সোমবার মেলার অষ্টম দিন পর্যন্ত সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী, হুমায়ূন আহমেদ, রাবেয়া খাতুন, ইমদাদুল হক মিলন ও সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের 'সেরা দশ' মেলায় চলে এসেছে। জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, সেলিনা হোসেন, পূরবী বসু ও নাসরীন জাহানের 'সেরা দশ' দ্রুতই প্রকাশিত হবে বলে জানান তিনি।

নতুন বই : গতকাল সোমবার মেলার অষ্টম দিনে নতুন বই এসেছে ৭৫টি। এর মধ্যে গল্প ২, উপন্যাস ১৯, প্রবন্ধ ৫, কবিতা ১৫, গবেষণা ২, শিশুসাহিত্য ৭, জীবনী ৩, মুক্তিযুদ্ধ ১, বিজ্ঞান ২, ভ্রমণ ২, ইতিহাস ৩, রম্য/ধাঁধা ২ ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর বই এসেছে ১২টি। এর মধ্যে রয়েছে মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের 'প্রবন্ধসংগ্রহ ৩' ও জয়া চ্যাটার্জীর 'দেশভাগের অর্জন : বাঙলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭' (মাওলা ব্রাদার্স), মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'ইঁদুর এবং দুষ্টু হাতি' ও হরিশংকর জলদাসের 'বাছাই বারো' (চন্দ্রদ্বীপ), ইমদাদুল হক মিলনের 'সেরা দশ গল্প, বিরূপাক্ষ পালের 'সিডনির পথে পথে' ও ফেরদৌস হাসানের 'মায়া' (অন্যপ্রকাশ), বুলবুল সরওয়ারের 'হৃদয়ে আমার মির্জা গালিব' (ঐতিহ্য), আবুল কাশেম ফজলুল হকের 'বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য' (কথাপ্রকাশ), আনিসুল হকের 'কৌতুক যৌতুক' (পার্ল পাবলিকেশন্স), মোস্তফা মামুনের 'আবরার শিশির এবং জয়িতা' (অন্বেষা), তুষার আবদুল্লাহর 'এনার্জি রিপোর্টিং' (আদর্শ), শাহজাহান চাকলাদারের সম্পাদনায় 'বাংলা সাহিত্যের কীর্তিমান লেখকদের সেরা গল্প' (ম্যাগনাম ওপাস), তাপস রায়ের 'রসিক রবীন্দ্রনাথ' (ঐতিহ্য), তানিম ইশতিয়াকের 'আমাকে আরোগ্য দেবে একটি হৃদয়' (দেশ পাবলিকেশন্স), ত্রিশাখ জলদাসের 'মোমঘর' (কবি প্রকাশনী), ইজাজ আহমেদ মিলনের 'কোনখানে রাখব এনাম' (বিভাস) ইত্যাদি।

মেলামঞ্চের আয়োজন : গতকাল সোমবার মেলার মূলমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী : পাঠ্যপুস্তক রচনা, অতীত থেকে বর্তমান' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুব্রত বড়ুয়া। আলোচনায় অংশ নেন রতন সিদ্দিকী, মলয় ভৌমিক ও নূরুন্নাহার মুক্তা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অজয় রায়।

সন্ধ্যায় প্রবীর সরদারের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী ফাতেমা-তুজ-জোহরা, ইয়াকুব আলী খান, ইয়াসমিন মুশতারী, লীনা তাপসী খান, সুমন মজুমদার ও বিজন চন্দ্র মিস্ত্রী।

আজকের অনুষ্ঠান : আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় মেলার মূলমঞ্চে হবে 'বাংলাদেশের প্রকাশনা কার্যক্রম : অতীত থেকে বর্তমান' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন আহমাদ মাযহার। আলোচনায় অংশ নেবেন শিল্পী রফিকুন নবী, কবি তারিক সুজাত, লেখক রেজানুর রহমান এবং পশ্চিমবঙ্গের লেখক-গবেষক ইমানুল হক। সভাপতিত্ব করবেন শিল্পী হাশেম খান। সন্ধ্যায় রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।